Vol. 39 | No. 3 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধুসূদন ও পেত্রার্ক

Volume	39
Issue	3
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mobashwer Ali
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i3.3
Pages	93-126
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধুসূদন ও পেত্রার্ক

মোবাশ্বের আলী

এক

বাঙালী পাঠকের নিকট সাধারণত পেত্রার্কের (১৩০৪-৭৪ খ্রী:) নামটি পরিচিত হয়ে ওঠে মধুসূদন (১৮২৪-৭৩ খ্রী:), বিশেষত: মধুসূদনের চতুর্দশ পদাবলী সূত্রে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ভার্সাই থেকে এক পত্রে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্ক অনুসরণে সনেট বা চতুর্দশ পদাবলী কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে পেত্রার্কের নামটি বাঙালী পাঠকের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠে। এবং বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও পেত্রার্ক, এই দু'টি নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

তবে শুধু সনেটের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতি বীক্ষাতেও পেত্রার্ক মধুসূদনের আদর্শ। পেত্রার্ক শুধু একজন সনেট রচয়িতা বা সনেটের জনক নন, তিনি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সারথী। য়ুরোপে 'অন্ধকার যুগ' অতিক্রম করে চৌদ্দ শতকে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ঘটে, এর ধারক ও বাহক পেত্রার্ক। আবার উনিশ শতকে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে যে নবজাগর এল, এর প্রধান নায়ক মধুসূদন।

পেত্রার্ক ও মধুসূদন উভয়ে রেনেসাঁসের—একটি য়ুরোপের, অপরটি বাংলাদেশের—নায়ক বলে তাঁদের জীবনে, চারিত্র্য, পাণ্ডিত্য, মননে, দৃষ্টিতে, বীক্ষায়, আচরণে, স্বভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য ও সাযুজ্য মেলে। দু'জনের ক্লাসিকস্ প্রীতি, অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও সুগভীর পাণ্ডিত্য, জীবননিষ্ঠা ও মানবপ্রীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মপ্রচারের স্পৃহা ও যশলিপ্সা উচ্চাকাঙ্খা আবার গ্রীক ল্যাটিন অনুসরণ ও অনুবাদ, সর্বোপরি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা অতিক্রমের প্রয়াস—এরি মধ্যে রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির ধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসে।

এই সাধর্মবশত: মধুসূদন পেত্রার্ককে গুরু বলে জেনেছেন এবং উনিশ শতকের বাঙালী কবি চৌদ্দ শতকের ইতালীয় কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সনেট রচনা করেছেন :

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে;-
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিকো পেতরাকা কবি, বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে।।

দুই

পেত্রার্ককে বলা হয়ে থাকে প্রথম আধুনিক মানুষ। শুধু তাই নয়, তিনি আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা— 'The founder of modern civilization'— বলেও অভিহিত হয়েছেন।[১] তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা, গ্রীক-ল্যাটিন সংস্কৃতি চর্চা ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, ল্যাটিন পুঁথি সংগ্রহে ও সম্পাদনায় প্রাণপাত পরিশ্রম, জীবনের প্রতি আস্থা ও মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা এবং মধ্যযুগের শৃঙ্খল ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস—এই সকল আধুনিক মনের পরিচায়ক। আর এই আধুনিক মন বিকশিত করে তোলে আধুনিক সভ্যতা— যে সভ্যতার স্রষ্টা বলে পেত্রার্ক নন্দিত হয়েছেন।

য়ুরোপের এই প্রথম আধুনিক মানুষটির জীবন ও চারিত্র্য বেশ কৌতুককর। ফ্লোরেন্সের এক নির্বাসিত পরিবারে তাঁর জন্ম এবং নির্বাসনেই তিনি লালিত হাত থাকেন। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবারিটি অবস্থান নেয় ফরাসী দেশের দক্ষিণে আভাগঁ-তে। সে সময় আভাগঁ-তে নির্বাসিত পোপের দরবার।

সেখানে পরিবার থেকে পেত্রার্কের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে তুলনা চলে মধুসূদনের। মধুসূদনের পিতাও আট-নয় বছরের বালক মধুসূদনকে গ্রাম থেকে কলকাতায়—দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র—নিয়ে আসেন সুশিক্ষার জন্যে। মধুসূদন কলকাতায় গ্রামার স্কুলে, হিন্দু কলেজে ও বিশপস

কলেজে সাধারণ শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু পেত্রার্ককে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও আইন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—প্রথমে Montpellier, পরে বোল্‌গনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৩২৩-২৬ খ্রী:)। অবশ্য মধুসূদনও আইন শিক্ষা লাভ করেছেন; কিন্তু অনেক বিলম্বে—এবং স্বীয় উদ্যোগে। তবে পেত্রার্কের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় 'an unquenchable thirst for literature'। মধুসূদন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ১৩২৬-এ পেত্রার্কের পিতার মৃত্যুর ফলে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বাধে। ট্রাস্টির অব্যবস্থা ও দুর্নীতিপরায়ণতার দরুণ পরিবারের আয় কমে যায়। ফলে তিনি দরিদ্র হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে বাঁচার জন্যে কোন না কোন ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি বা পরিবারের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং সৌভাগ্য বলতে হয় তিনি সব সময় সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসীন পুরুষের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছেন।

পিতার অবর্তমানে মধুসূদনকেও বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সম্পত্তির ন্যাসরক্ষকের ব্যর্থতার দরুণ মধুসূদন প্রবাসে গিয়ে ভীষণ দারিদ্র্যে পীড়িত হয়েছেন। তবে তিনি একমাত্র বিদ্যাসাগরের অর্থ সাহায্য লাভ করেছেন, পেত্রার্কের মতো সারা জীবন অনেক পৃষ্ঠপোষক লাভ করেননি। পেত্রার্কের জীবন ও কাব্যে লরা প্রেরণারূপিনী ও প্রেরণা দায়িনী। বলা হয়ে থাকে, ১৩২৭ খ্রীস্টাব্দে আভাগঁ-র সান্তা ক্লারা গীর্জায় লরাকে দেখে তিনি প্রবলভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর এই সৌন্দর্যময়ী নারী হয়ে ওঠে তাঁর জীবন ও কাব্যের অনন্ত প্রেরণাস্বরূপ— যদিও জীবনে তিনি কখনও এই নারীর সান্নিধ্য বা সাহচর্য লাভ করেননি। পূর্বসূরী কবি দান্তে তাঁর প্রেরণা দায়িনী বিয়াত্রিচকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন ও জেনেছেন।[২] তাঁদের মধ্যে জীবনে অন্তত দু'বার আলাপ হয়েছে। কিন্তু পেত্রার্ক কোনদিন লরাকে কাছে পাননি। লরার মৃত্যু ঘটে ৬ এপ্রিল, ১৩৪৮ খ্রী:। লরা বেঁচে থাকতে এবং মৃত্যুর পরও এক দশক ধরে কবির নিকট প্রেরণা হয়ে থাকেন।[৩]

১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে সৌভাগ্যক্রমে গিয়াকোমো কলোনা-র সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। কলোনা একটি প্রতিপত্তিশালী রোমান পরিবার এবং এই পরিবারের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। এই পরিবারটি তাঁকে আন্তরিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাঁর রচনা ও সাধনা, গবেষণা, পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা, এই ধরনের কর্মোদ্যোগের ব্যাপারে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

তিনি কিছুকাল গিয়াকোমো কলোনা-র ভাই কার্ডিনাল গিয়াভান্নির বাড়ীতেও বাস করেছেন। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে থাকা তাঁর চরিত্র বা স্বভাব নয়। ভ্রাম্যমানের জীবনে পারী, নেদারল্যাণ্ড, রোম, প্রাগ, ইংলিশ চ্যানেল অবধি গেছেন।

১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরাসী দেশের আভার্গ-র পনের মাইল দূরে Vaucluse-এ বাসা বাঁধেন। এখানে বাস করেন ১৩৫৩ খ্রী: অবধি। তবে প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময় কবি, সমালোচক ও গবেষকরূপে তাঁর নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভক্ত তাঁর জুটে যায়।

মধুসূদনও মদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে নাট্যকার এবং কবি মহাকবিরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং বিদগ্ধ বন্ধুদের দ্বারা বিশেষভাবে আদৃত হয়েছেন।

কিন্তু পেত্রার্ক ও মধুসূদনের জীবনে উল্লেখ্য, তাঁদের সকল পাণ্ডিত্য ও মনীষা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কোন পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত বা আরূঢ় হননি।[৪] অথচ পেত্রার্কের বন্ধু বোক্কাসিও এই সুযোগ পেয়েছেন।

তবে পেত্রার্কের জীবনের একটি গৌরবময় ঘটনা লরেল লাভ।[৫] প্রাচীন গ্রীসে বিজয়ীদের লরেল অর্থাৎ জলপাই গাছের ডাল বা পাতা দিয়ে পুরস্কৃত করা হত এবং এটা ছিল বিশেষ সম্মানজনক। গ্রীসের জাতীয় পুরস্কারের এই রীতিটি রোমেও অনুসৃত হয়, কিন্তু য়ুরোপের অন্ধকার যুগে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

রেনেসাঁসের সময়ে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে পুরস্কার লাভের এই প্রাচীন প্রথাটির প্রতি কবি-সাহিত্যিকদের আগ্রহ দেখা দেয় এবং দান্তেও এর ব্যতিক্রম নন। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে প্রাচীন প্রথাগতভাবে পেত্রার্ককে এই পুরস্কার দেয়া হয় এবং একে তিনি তাঁর জীবনের পরম সৌভাগ্য বলে ভেবেছেন।[৫]

১৩৫৩-তে তিনি Vaneluse এর আবাস ছেড়ে ইতালিতে চলে আসেন, তবে এক জায়গায় কখনও স্থায়ীভাবে বাস করেন নি। মিলানে রয়েছেন ১৩৫৭-৬২, ভেনিসে ১৩৬২-৬৭, পাদুয়ায় ১৩৬৭-৬৯, সর্বশেষে Arqua-য় ১৩৬৯-৭৪।

তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় গৃহের পাঠকক্ষে। দেখা গেল, খোলা বইয়ের ওপর মাথা রেখে তিনি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছেন (১৮ জুলাই ১৩৭৪)।

ভ্রাম্যমানের জীবনে তিনি প্রিন্স ও ডিউকদের দৌত্যগিরি ছাড়াও যে একটি মূল্যবান কাজ করেছেন তা হল: ক্লাসিকাল ল্যাটিন পুঁথি আবিস্কার এবং এটাকে তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত বলা যায়। এই সকল পুঁথি আবিষ্কারে তিনি মহা আনন্দ পেয়েছেন— বিশেষ করে সিসেরো।[৬] সিসেরোর পুঁথি ও পত্রাবলী পাঠ করে তিনি এই বহুমুখী প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এই ভাবুক ও চিন্তাবিদ মনীষী তাঁর নিকট রেনেসাঁসের মানবতার আদর্শ হয়ে ওঠে। গিলবার্ট হাইটের কথায়, —When Petrarch found

the manuscript it was falling to pieces. He copied it out in his own hand. With the help of these letters he plunged into an exhaustive study of the many-sided character of Cicero, admirable as an artist, stimulating as a thinker, loveable as a man. The character which through Petrarch became one of the forces that formed the renaissance ideal of humanism.

—Gilbert Highet, The classical Tradition

বাংলা তরজমা,—

"পেত্রার্ক যখন পাণ্ডুলিপি দেখতে পেলেন তখন তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নিজ হাতে তিনি তা কপি করছেন। এই সকল পত্রের মাধ্যমে তিনি সিসেরোর বহুমুখী চরিত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন– যে চরিত্র শিল্পীরূপে প্রশংসনীয়, ভাবুকরূপে উদ্দীপক এবং মানুষরূপে আদরনীয়। পেত্রার্কের মাধ্যমে এই ধরনের চরিত্র রেনেসাঁসের মানবতার আদর্শ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে।"

পেত্রার্কের দৃঢ় প্রত্যয় এই: গ্রীক ও লাটিন ক্লাসিক্সের সাথে পরিচিত না হলে মানুষের মনের মুক্তি সম্ভব নয়। আর এই মনের মুক্তি ঘটানোর জন্যই তিনি লাটিন ক্লাসিকস্ সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন– সিসেরো লিভি, সেন্ট অগাস্টিন। হোরেস[৯] তাঁর খুব প্রিয় কবি, ওভিদ অতটা নয়।[১০] এখানে মধুসূদনের সাথে তাঁর ব্যবধান। ওভিদ মধুসূদনের প্রিয়।[১১]

তিনি পরিচিত হয়েছেন লুকান-এর সাথে। তিনি পাঠ করেছেন প্লুটাস-এর আটটি[১২] টেরেন্স-এর একটি কমেডি।[১৩] সেনেকার ট্র্যাজেডির সাথেও তিনি সুপরিচিত।[১৪] লাটিন ঐতিহাসিক লিভি তাঁর অতি পরিচিত। তিনি সিজার[১৫] ও সেনেকা উদ্ধৃতি দিতে পছন্দ করেছেন।

রোমান ক্লাসিকস্ চর্চার ফলে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, মানসিকভাবে বর্তমান জগৎ থেকে রোমের গৌরবময় ও উজ্জ্বল দিনগুলোতে ফিরে যেতে চেয়েছেন। তিনি "tried to pull himself out of the physical and mental world about him to live in Roman antiquity."

—Frederic B. Artz. Renaissance Humanism (1300-1550) P. 17

তিনি শুধু রোমান জগতে; কিন্তু মধুসূদন রোমান জগৎ অতিক্রম করে হেলেনিক জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন। পেত্রার্ক নিজেকে মূলতঃ রোমান জগতের মধ্যে

সীমিত রেখেছেন। কেননা তিনি লাটিনের সাথে অন্তরঙ্গ হলেও গ্রীক ভাষা তাঁর নিকট অপরিচিত। তিনি মধ্য বয়সে গ্রীক ভাষা চর্চায় আগ্রহী হন, কিন্তু শিক্ষক Burlaam চলে যাওয়াতে তাঁর পক্ষে গ্রীক ভাষা শেখা সম্ভব হয়নি।

এখানেই ইতালীয় কবির ওপর বাঙ্গালী কবির জিৎ অল্প বয়সেই মধুসূদন গ্রীক ভাষায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। তবে হোমারের প্রতি পেত্রার্কের শ্রদ্ধার কোন অবধি নেই। তিনি হোমারের দুই মহাকাব্য দুই বগলে নিয়ে ঘোরা ফেরা করেছেন–পরম ভক্তিসহকারে এবং এটাকে তিনি পুণ্যকর্ম বলে ভেবেছেন। অবশ্য তাঁর ধারণকৃত হোমার লাটিন অনুবাদ (মূল নয়) –বন্ধু বোক্কাসিওর দেওয়া। হোমারের প্রতি শ্রদ্ধা ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণ, বিষেশত কীটসের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কীটস চ্যাপম্যান -কৃত হোমারের কাব্য পাঠ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে রচনা করেন On First Looking into Chapman's Homer' এবং এই সনেটে হোমারের প্রতি শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছেন।[১৬]

পেত্রার্ক বন্ধু বোক্কাসিও-র[১৭] মাধ্যমে হোমারের লাটিন অনুবাদ সংগ্রহ এবং শেষ জীবনে ওডিসি সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেন। মধুসূদনও শেষ জীবনে ইলিয়ড অনুবাদে হাত দিয়েছেন –যদিও অসুস্থতার দরুণ অনুবাদ অসমাপ্ত থেকে যায়। পেত্রার্ক সমসাময়িক জীবনে গ্রীক লাটিন সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন ঃ

Petrarch was a synthesis of Greece and Rome with Modern Europe ....He was a progressive spirit. He was more modern by being more classical. He enriched the life of his time and of his successors by filling it with newly awakened powers of antiquity.

—Gilbert Height, The classical Tradition, p88

বাংলা তরজমা—

"পেত্রার্ক গ্রীস ও রোমের সাথে আধুনিক য়ুরোপের সমন্বয় সাধন করেন। .....তিনি এক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি অতি ক্ল্যাসিকাল বলেই খুব আধুনিক। প্রাচীনকালের পুনরুত্থানের মাধ্যমে নবজাগ্রত শক্তি সঞ্চার করে তিনি তাঁর কালের এবং উত্তরসূরীদের জীবন ঋদ্ধ করে তোলেন।"

পেত্রার্ক মানবতাকে উদ্বুদ্ধ সঞ্জীবিত করার জন্যে শুধু ক্লাসিকস্ অধ্যয়ন নয়, গ্রীক লাটিন সাহিত্য থেকে বীরদের, লেখকদের শিল্পীদের ক্রমাগত উপস্থাপিত করেছেন তাঁর পত্রাবলীতে– যেমন হোমার, সিসেরো প্রমুখ। এঁদের উদ্দেশ্য করে তিনি পত্রে বক্তব্য রেখেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর ১৩৬৫ টি পত্র।

ভার্জিলের 'ইনিড' অনুসরণে তিনি শুরু করেন 'আফ্রিকা' মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের উপজীব্য রোম ও কার্থেজের সংঘর্ষ–যা ইতিহাসে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। নায়ক Scipio Africanus-এর মাধ্যমে তিনি রোমের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

পেত্রার্কের মতোই মধুসূদনও ইনিড অবলম্বনে একটি মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছেন–'সিংহল বিজয় কাব্য'। কিন্তু 'আফ্রিকা'র মতো 'সিংহল বিজয়'ও অসমাপ্ত থেকে যায়।

কাব্যে পেত্রার্কের আদর্শ ভার্জিল এবং গদ্যে সিসেরো। কেননা, "Classical ways of feeling, thinking, and writing cast a deep spell on Petrarch. Above all he loved the polish, elegance, and perfection of form of Virgil and Horace and Cicero, as he detested the un-Roman latin of the Middle Ages and every thing written in it."

—Frederick B. Artz. Renaissance Humanism (1300-1500), p. 18

বাংলা তরজমা–

"ধ্রুপদী পন্থী আবেগ, চিন্তা ও রচনা পেত্রার্কের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি মসৃণ মার্জিত এবং ভার্জিল হোরেস ও সিসেরোর বিশুদ্ধ রীতি তাঁর মনঃপুত ছিল। তেমনি তিনি বিরূপ ছিলেন মধ্যযুগের অ-রোমান লাটিন এবং এতে লেখা সব কিছুর প্রতি।"

ধ্রুপদী প্রীতি মধুসূদনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। পেত্রার্কের মতো তাঁরও অন্বিষ্ট। 'polish, elegance and perfection of form' "একই কারণে তিনি অশালীন বা Vulgar' ভারতচন্দ্রকে সহ্য করতে পারেন নি –যেমন পেত্রার্ক পারেন নি মধ্যযুগের অশালীন লাটিনকে।

লাটিন সাহিত্য থেকে পেত্রার্ক লাভ করেছেন মানব কল্যাণ এবং জীবন নিষ্ঠা। 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

So he (Petrarch) found in Latin literatare a natural and wholesome enjoyment of the goods of human life, and a worldly wisdom full of sanity and the spirit of the golden mean.

—Frederick B. Artz, Renaissance Humanism (1300 -1550). p. 20

বাংলা তরজমা,-

"সুতরাং তিনি (পেত্রার্ক) লাটিন সাহিত্যের মধ্যে মানব জীবনের একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক আনন্দ এবং দেহ-মনের স্বস্থতা ও মধ্যপন্থীয় চেতনাসম্পন্ন জাগতিক জ্ঞান আবিষ্কার করলেন।"

এ-কথা সুস্পষ্ট যে, পেত্রার্কের ক্লাসিকস্ -প্রীতিই য়ুরোপে আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন করে এবং মানবতার উদ্‌বোধন ঘটায়। য়ুরোপে মানবতার সঞ্জীবনে তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব–

'a towering figure in the unfolding of humanism' তাঁকে প্রথম মানববাদী বা humanist বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে হিউম্যানিস্ট কথাটির তাৎপর্য নির্ণয় করা আবশ্যক। যাঁরা হিউম্যানিজম-এর চর্চা করে থাকেন তাঁরাই হিউম্যানিস্ট। রেনেসাঁসের কালে হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ বলতে বুঝিয়েছে গ্রীক-লাটিন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পুনরুত্থান –সাধারণত ক্লাসিকাল সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা এবং বিশেষভাবে বুঝিয়েছে ক্লাসিকাল সাহিত্য চর্চা। (দ্রষ্টব্য – O.P. Kristeller, Renaissance Thought)

এই ক্লাসিকাল সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষ অন্ধকার যুগের Dark Age এর –ধর্মান্ধতা ও শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে স্বকীয়ভাবে অবলোকন ও উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছে। তাই মানববাদ প্রথানুগত্য থেকে মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বকীয় মূল্য ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও অভিষিক্ত করেছে এবং মানববাদী ও হিউম্যানিস্ট ব্যক্তিকে প্রাতিস্বিক মূল্যে অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে। আর পেত্রার্ক চৌদ্দ শতকে য়ুরোপে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে স্বকীয় মর্যাদায় আসীন করে মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধুসূদনের একই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

আবার মানুষের চিত্তির এই উদ্‌বোধন, এই ব্যাকরণ, এই জয়ধ্বনি-এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক সভ্যতার জাগৃতি–চৌদ্দ শতকে য়ুরোপে ঘটে এর সূচনা এবং উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে বাংলাদেশে এর বিকাশ। য়ুরোপে এর হোতা পেত্রার্ক এবং বাংলাদেশে মধুসূদন।

তিন

রেনেসাঁসের মধ্যে একটি আশ্চর্য বৈপরীত্য এই যে, এর ফলে একদিকে যেমন গ্রীক লাটিন চর্চার প্রসার, অপরদিকে তেমনি মাতৃভাষার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে।

চৌদ্দ শতকে এই লক্ষণ পূর্ণভাবে দেখা দেয় এবং পনের-ষোল-সতের শতকের মধ্যে য়ুরোপের প্রতিটি ছেলে মাতৃভাষা সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতালী, ফরাসী, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মান, ইংল্যান্ড, পোল্যান্ডে। রেনেসাঁসের সারথী পেত্রার্ক ক্লাসিকাল লাটিন এবং মাতৃভাষা ইতালি, এই দুই ভাষাতে লিখেছেন। মাতৃভাষায় তিনি লিখেছেন লরার উদ্দেশ্যে প্রেম সংগীত (Canzonierc)। রেনেসাঁসের সময়ে ইতালিতে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দান্তের মধ্যে প্রথম দেখা দিলেও পেত্রার্কের উদ্যোগের ফলেই তা ক্রমাগত য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

পেত্রার্ক ব্যক্তিগতভাবে তাঁর লাটিন রচনাকে মূল্যবান এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যকে অকিঞ্চিৎকর বলে ভেবেছেন। কৌতুকের বিষয় এই যে, ইতালিতে রচিত প্রেম-গীতি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

তাঁর প্রেম-গীতির উপজীব্য লরার প্রতি প্রেম। লরাকে অবলম্বন করে তিনি অনেক গীত ও সনেট রচনা করেছেন এবং সনেট তাঁর হাতে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এরপর সনেট শুধু ইতালি নয়, য়ুরোপের সকল সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

স্পেনে পনের শতকে মার্ক্যুইস দা সান্তিল্লানা সনেট প্রবর্তন করেন এবং ষোল শতকে গারসিলাসো দে লা ভেগা (১৫০০-১৫৩৬ খ্রী)-র হাতে সনেট বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। ভেগা পেত্রার্ক অনুসরণে ৩৮টি সনেট রচনা করেন।

পর্তুগালে ক্যামেনিন চমৎকার সনেট লেখেন এবং পোলান্ডে সনেট প্রবর্তন করেন ডোন কোচানোওয়াস্কি।

ষোল শতকের ইংল্যান্ডে সনেট প্রবর্তন করেন স্যার টমাস উইয়াট (১৫০৩-৪২)[১৮] এবং হেনরি হাওয়ার্ড, আর্ল অব সারে (১৫১৭ – ৪৭)[১৯] তাঁরা দুজনে পেত্রার্কের কিছু সনেট অনুবাদ করেন। ইংরেজী সনেটের ইতিহাসে এঁদের পর উল্লেখ্য সেক্সপীয়ার (১৫৬৪ –১৬১৬), স্পেনসার (১৫৫২-১৫৯৯)২০ প্রমুখ।

ইংল্যান্ডের কথা বাদ দিলেও ষোল শতকে শুধু পশ্চিম য়ুরোপে তিন লক্ষের বেশি সনেট রচিত হয়েছে। "It has been estimated that more than three hunderd thousand individual sonnets were composed in western Europe in the sixteen century, a striking testimony to the power of the movement known as Petrarchism.

—Edward H. Weatherly & Others, The Heritage of European Literature, P. 590

পেত্রার্কের প্রভাবে শুধু পশ্চিম য়ুরোপে এক শতকের মধ্যে তিন লক্ষেরও বেশ সনেট রচিত হয়েছে–ইংল্যান্ড বাদ দিয়ে। শুধু আঙ্গিক নয়, উপজীব্যের দিক দিয়েও পেত্রার্কের প্রভাব য়ুরোপের সকল সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। লরার প্রতি পেত্রার্ক যে দেহাতীত প্রেম অনুভব করেছেন সে-ধরণের প্রেম নিয়ে ইতালি, পর্তুগাল ফরাসী দেশ, স্পেন ও ইংল্যান্ডে অসংখ্য সনেট রচিত হতে থাকে।

তাঁর অনুসরণে প্লেটোনিক প্রেম নিয়ে ইতালি সাহিত্যে লিখেছেন বোক্কাসিও; ফরাসী সাহিত্যে রনসাঁদ (১৫২৪ -৮৫)[২১] দ্যা বেলি (১৫২৫- ১৫৬০)[২২]; ইংরেজী সাহিত্যে স্পেনসার, সেক্সপীয়ার এবং আরো অনেকে। সেক্সপীয়ার Dark Ladyর উদ্দেশ্যে সনেট লিখেছেন। ডার্ক লেডী এক রহস্যাবৃত রমণী।

পেত্রার্ক থেকে য়ুরোপীয় সাহিত্যে সূচিত হয় পেত্রার্কিজম। এর সংজ্ঞা দিয়েছেন রাইট ঃ

".......laments of the unhappy (lover and complaints about the cruel coquette who makes him suffer agony so long that he seems to take joy in his woe; elaborate and sensuous descriptions of the beauty adored"

— Wright, C. H. C. A History of French Literature

অর্থাৎ, নিষ্ঠুরা ছলনাময়ী যে এমন করে দগ্ধ করছে তার সম্পর্কে অভিযোগ করতে গিয়েও বিরহদগ্ধ প্রেমিক বেদনার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ খুঁজে পায় এবং সৌন্দর্যময়ী প্রেমিকার রূপময় বর্ণনা দেওয়ার মধ্যেই প্রেমিকের সকল আনন্দ।

পেত্রার্কের সনেটে প্লেটোনিক প্রেমের যে অভিব্যক্তি এই উপজীব্য অবলম্বনে য়ুরোপে নানা ভাষায়-ইতালি, ফরাসী, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, পোলিশ, ইংরেজী, ইত্যাদি– অসংখ্য অগণিত সনেট কায়েক শতক ধরে রচিত হয়েছে এবং এভাবে পেত্রার্ক য়ুরোপের নানা দেশজ ভাষাকে ঋদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

মাতৃভাষাতে লিখেই ইতালির পেত্রার্ক এবং বাংলার মধুসূদন অমর হয়ে আছেন। অথচ পেত্রার্কের মতোই মুধুসূদনও প্রথম জীবনে মাতৃভাষাকে সুনজরে দেখেননি। তাই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ইংরেজীতে। ইংরেজীতে তিনি কবিতা, কাব্য ও নাটক লিখেছেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে অমর হবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। আর এতো জানা কথা, ইংরেজীতে ব্যর্থকাম হয়েই তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। অথচ কৌতুকের বিষয় এই যে, তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক।

পেত্রার্ক মাতৃভাষা ইতালির উদ্দেশ্যে কোন কবিতা বা গীত রচনা করেন নি, অথচ মধুসূদন মাতৃভাষাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন এক অনবদ্য সনেট–বঙ্গভাষা।

বিদেশী ভাষা নয়, মাতৃভাষার উদ্যোক্তারূপে পেত্রার্ক ও মধুসূদন উভয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

চার

মধুসূদন পেত্রার্কের যথার্থ উত্তরসুরী। চৌদ্দ শতকে য়ুরোপীয় জীবন ও সাহিত্যে পেত্রার্কের যে ভূমিকা উনিশ শতকে বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের একই ভূমিকা। পেত্রার্কের মতেই মধুসূদন গ্রীক লাটিন ক্লাসিকসের চর্চা করে বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এনেছেন।

পেত্রার্কের মতোই মধুসূদনের মানস ক্লাসিকাল শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। মাত্র আট-নয় বছরের বালক মধুসূদনকে গ্রাম থেকে কলকাতায় আনা হয় আধুনিক বা ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। তাঁকে ভর্তি করা হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে গ্রামার স্কুলে। এই গ্রামার স্কুলে তিনি ইংরেজী গ্রীক ও লাটিন ভাষা এবং ইংল্যান্ড, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস শিক্ষা লাভ করেন।

গ্রামার স্কুলে চার-পাঁচ বছর পাঠের ফলে শুধু ইংরেজী নয়, গ্রীক লাটিন ভাষার সাথে তিনি পরিচিত হলেন। পরবর্তীকালে বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নকালে ক্লাসিকাল ভাষার সাথে তাঁর পরিচয় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।

গ্রামার স্কুল থেকে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয় (১৮৩৮)। হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে তিনি হয়ে উঠলেন ইয়ং বেঙ্গলদের একজন।

ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে ইয়ং বেঙ্গলরা বহুকালের প্রচলিত গতানুগতিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম এবং আচার-বিচারে ক্লিষ্ট হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতে থাকে। হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন –ইয়ং বেঙ্গলদের অন্যতম –এরূপ মানসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন।

হিন্দু কলেজে মধুসূদন অধ্যাপক ডিরোজিড[২৩] ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ভাবশিষ্য হলেন।[২৪] ডিরোজিওর যুক্তিবাদ ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে নাস্তিকতারূপে বিশেষভাবে প্রশ্রয় পায়। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের সুরটি বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এই অবিশ্বাস মধুসূদনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি যে কোনরূপ অধ্যাত্মবোধ অথবা আত্মার পারলৌকিক সদ্‌গতির আকাঙক্ষায় জীবনে বড় একটা বিচলিত হন নি–এই তাঁর ধর্মবোধমুক্ত মনের পরিচায়ক। তিনি যে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন, এর মূলে কোন গভীর ধর্মভাব নয়,

বরং বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস প্রবল হয়ে উঠেছে। অধ্যাত্মবিরোধী মনোভাবে ডিরোজিও সাথে তাঁর সহধর্মিতার পরিচয় মেলে।

আবার এদিক দিয়ে পেত্রার্কের সাথে তাঁর বিরোধিতার পরিচয় মেলে। কেননা পেত্রার্ক ধর্মবোধ পরিহার করেন নি, বরং সেন্ট অগাষ্টিনের প্রতি পরম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেছেন।[২৫] তবে ডিরোজিও অপেক্ষা রিচার্ডসনের সাথে মধুসূদনের অধিকতর ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, তিনি ডিরোজিওর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কখনও পান নি। কেননা তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করার বেশ কয়েক বছর আগেই ডিরোজিওর মৃত্যু ঘটে। অথচ তিনি রিচার্ডসনের সাক্ষাৎ ছাত্র। রিচার্ডসনের ইংরেজী সাহিত্যে বুৎপত্তি এবং গভীর কাব্যপ্রীতি সুবিদিত। শুধু তাই নয়, রিচার্ডসন সেক্সপীয়ার অনুরক্ত।

মধুসূদন রিচার্ডসনের নিকট ইংরেজী সাহিত্যে, বিশেষত সেক্সপীয়ারের দীক্ষা লাভ করেন। যৌবনে পদার্পন করতে না করতেই মধুসূদন ইংরেজী কাব্য-রস সুধা আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে পান করেন। ফলে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বিভোর এবং ইংরেজী সভ্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন। ইংরেজী সাহিত্যই তাঁর প্রাণ-মনের অবাধ স্ফূর্তি ঘটায় এবং তাঁর কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত সঞ্জীবিত ও সচকিত করে তোলে। বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের ক্লেদ গ্লানি দীনতা জড়তা গতানুগতিকতা সংকীর্ণতা ও পরশ্রীকাতরতার মধ্যে তিনি এক নতুন জগতের সন্ধান লাভ কররেন এবং ইংরেজী কাব্য জগৎ তাঁর কাছে সেই নতুন জগতের বার্তা বহন করে নিয়ে এল। সেই নতুন জগতের প্রতি তাঁর যে আবেগ তা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন একটি কবিতায়,—

I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high,
Tho' friends, relations I have none
In that far country; yet, oh, I sigh
To cross the vast-Altantic wave,
For glory or a name less grave.

মধুসূদনের মধ্যে Albion's distant shore-এ-যেখানে সেক্সপীয়ার ও মিল্টনের মতো কবি জন্মেছেন -যাবার তীব্র ব্যাকুল বাসনা দেখা যায়।

বিলাত যাবার স্বপ্নে তিনি যখন মশগুল তখন একটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে তাঁর সাথে পরিবারের সম্পর্ক ঘুচে যায় এবং তিনি ধর্মান্তরিত হলেন। ধর্মান্তরিত হবার পর তিনি বিশপস্ কলেজে প্রবেশ করেন (নভেম্বর ১৮৪৩)। এ কলেজে তিনি প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য-হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত-শিক্ষালাভের সুযোগ পান।

গ্রীক সাহিত্য তাঁকে পুরাকালের এক রহস্যময় জগতের সন্ধান দেয় এবং তিনি গ্রীক সাহিত্যের মধ্যেই মনের আশ্রয় খুঁজে পান। তাই হোমার তাঁর জীবনের সব চাইতে প্রিয় কবি এবং গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের –ঈস্কিলাস, সেফোক্লিস ও য়ুরিপিদের –সাথে তাঁর সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।

হোমার প্রথম কবি যিনি মানবতার আরাধনা করেছেন এবং গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাগণ মানবজীবন ও মানবভাগ্যকে বিশ্বজনীন পটভূমিকায় নিরীক্ষণ করে মানবতার বেদীমূলে আরতি জানিয়েছেন। মানুষ হচ্ছে সব কিছুর মাপকাঠি– Man is the measure of everything. খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের এই সুবিখ্যাত উক্তিটির মধ্য দিয়ে হেলেনিক সভ্যতার মর্মবাণী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২৬]

গ্রীক সভ্যতার পর রোমান সভ্যতা। লাটিনে পারঙ্গম মধুসূদন রোমান সংস্কৃতিতেও অবগাহন করেছেন এবং ভার্জিল ও ওভিদ তাঁর কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ হয়, তা বাঙালী মনের সাথে ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ও যোগসূত্রের ফলমাত্র। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণের মূলে রয়েছে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার নবাবিষ্কৃতি। প্রথম যৌবনে মধুসূদন নিঃসন্দেহে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং তা হিন্দু কলেজে পাঠকালীন। কিন্তু বিশপস কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকে তিনি যে গ্রীক লাটিন ক্লাসিকসের সাথে সুপরিচিত হলেন, তা তাঁকে আধুনিক কাল থেকে পুরাকালের গ্রীকো-রোমান জগতে ধাবিত করে। এজন্য তিনি ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা গ্রীক লাটিন সাহিত্য তাকে মানব জীবনের মহিমা সম্পর্কে সচেতন এবং জীবনের রহস্য সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। তাই তিনি বিশ্বজনীন পটভূমিকায় মানবজীবন ও মানব ভাগ্যকে নিরীক্ষণ করতে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

পাঁচ

মাদ্রাজে প্রদত্ত মধুসূদনের একটি বক্তৃতা থেকে তাঁর মানস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বক্তৃতাটির শিরোনাম 'The Anglo-Saxon And The Hindu.[২৭]

বক্তৃতায় তিনি বলেছেন 'The Hindu is a fallen being.' এবং তাঁর উপলব্ধি এই যে, মৃত হিন্দু সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের জন্য ইংরেজী ভাষা চর্চা এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার নিবিড় সান্নিধ্যে আসা আবশ্যক –যে সভ্যতার সূচনা হয়েছে হোমার থেকে।[২৮]

হোমারের পর তিনি উল্লেখ করেছেন গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতা য়ুরিপিদেশ-এর।[২৯]

তিনি উল্লেখ করেছেন ইতিহাসের জনক হেলিকারনাস-এর হেরোডাইডেম এবং পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাসকার থুসিদাইদেস-এর।

গ্রীক সভ্যতা থেকে তিনি এসেছেন রোমান সভ্যতায়। উল্লেখ করেছেন সান্টুয়ার কবি ভার্জিল-এর। উল্লেখ্য, তাঁর বক্তৃতাটি শুরু হয়েছে 'এনিড' মহাকাব্যে রানী দিদোর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে।[৩০]

ভার্জিলের পর উল্লিখিত হয়েছেন হোরেসিও , ওভিদ, ঐতিহাসিক লিডি, কবি ও দার্শনিক লুক্রেসিয়াস।[৩১]

গ্রীকো-রোমান জগৎ থেকে তিনি এসেছেন য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের কালে। উল্লেখ করেছেন ইতালির দান্তে, পেত্রার্ক, ত্যাসো (১৫৪৪-৯৫খ্রী:)[৩২], ফরাসী দেশের মলিয়ার (১৬২২ -৭৩), ইংল্যান্ডের সেক্সপীয়ার, মিল্টন, বায়রন প্রমুখ।

বলা হয়েছে, য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে স্নাত মধুসূদন ইংরেজীতে সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছেন-যেমন ক্লাসিকাল শিক্ষায় শিক্ষিত পেত্রার্ক লাটিনে সাহিত্য রচনা করে অমর হতে চেয়েছেন। পেত্রার্কের মোহ কোনদিন ঘুচেনি। কিন্তু Captive Ladie রচনা করে মধুসূদনের মোহ ঘুচে যায়।[৩৩] ফলে তিনি ইংরেজী নয়, মাতৃভাষায় অনুরাগী এবং সাহিত্য রচনায় আকাঙ্ক্ষী হলেন এবং মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ করলেন।

তবে তাঁর য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে অন্তরঙ্গতার ফলে বাংলা সাহিত্যে ঘটে নবজাগরণ। প্রথমেই তিনি বাংলা নাটককে সংস্কৃতির প্রথানুগত্য থেকে মুক্ত করে লাটিন আঙ্গিকে পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট নাটক রচনা করলেন। আবার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারীর আখ্যানে ছায়াপাত ঘটে গ্রীক পুরাণের।

হোমারের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাই হোমারের আদর্শে তিনি রচনা করলেন মহাকাব্য-মেঘনাদবধ কাব্য। ইলিয়ডের সমুদ্রতীরবর্তী ট্রয় হল সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কাপুরী এবং হোমারের আদর্শে রাক্ষস রাবণ হয়ে উঠল নবজাগ্রত মানবতার মূর্ত প্রতীক। প্রৌঢ় বয়সে শত অন্তরায় সত্ত্বেও তিনি অনুবাদ করতে বসেছেন ইলিয়ড এবং অসুস্থতার দরুণ তাঁর পক্ষে কাব্যটি শেষ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ইলিয়ড অনুবাদ করেন মূল গ্রীক ভাষা থেকে। পেত্রার্ক ওডিসি সম্পাদনা করেন-তবে মূল গ্রীক থেকে নয়, লাটিন অনুবাদ থেকে। এখানেই পেত্রার্কের ওপর মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব।

মধুসূদন বক্তৃতায় গ্রীক নাট্যকার য়ুরিপিদেশ-এর উল্লেখ করেছেন। য়ুরিপিদেস অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'–বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি।

যেমন গ্রীক সাহিত্য তেমনি লাটিন সাহিত্য তাঁর কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়েছে। বলা হয়েছে, ভার্জিল অনুসরণে পেত্রার্ক লিখেছেন 'আফ্রিকা' মহাকাব্য; তেমনি মধুসূদন লিখতে চেয়েছেন 'সিংহল-বিজয়' মহাকাব্য।

ওভিদ অবলম্বনে তিনি লিখেছেন বীরাঙ্গনা কাব্য–বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য। এই কাব্যে শুধু আঙ্গিক নয়, নারীমুক্তি ও মর্যাদার যে কথা উচ্চারিত হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে তা সত্যি অভিনব এবং এরই ফলে আমাদের জীবন ও সাহিত্যে নবজাগরণের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন সর্বপ্রথম নারীকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করেছেন। বলা হয়েছে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির প্রথম কবি পেত্রার্ক। মধুসূদন তাঁকে অনুসরণ করে বাংলায় প্রথম রচনা করেছেন সনেট বা চতুর্দশ পদাবলী কবিতা।

ছয়

ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র মধুসূদন হিন্দু কলেজে পাঠকালে সনেট রচনা করেছেন এবং এই সকল নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

Oft like a sad imprisoned bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green robed meads, gay flowers and cloudless sky
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes even the lowest happy; —Where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—Climes where science thrives,
And genius doth receive her querdon meet;
Where man in all his truest-glory lives,
And Nature's face is exquisitely sweet— :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

এই সনেট তিনি রচনা করেন কলকাতার খিদিরপুরে বসে (১৮৪২)। এর পরে মাদ্রাজ যাবার আগে এবং মাদ্রাজ প্রবাসেও তিনি সনেট লিখেছেন। এই সকল সনেটের মূল্য তাদের শিল্প উৎকর্ষের জন্য নয়, একজন কবির পরীক্ষামূলক রচনা বলেই এগুলো উল্লেখ্য।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে তাঁর সৃষ্টির যখন জোয়ার বইছে সে-সময় তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০) ঃ

I want to Introduce the sonnet into our language, and some mornings ago, made the following :

কবি–মাতৃভাষা

কবি-মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেট। এই সনেটটি তিনি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত করে লেখেন বঙ্গ ভাষা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ফরাসী দেশের ভার্সাই থেকে এক পত্রে তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানান,–

"... আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের কাব্য পড়ছিলাম এবং তাঁর রীতি অনুসরণে কয়েকটি সনেট রচনা করেছি। ... আমি সাহস করে বলতে পারি, সনেট 'চতুর্দশপদী' আমাদের ভাষায় চমৎকার উৎরাবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি। ... সত্যই বলছি, আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাষা। কেবল প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা এ মার্জিত হওয়া আবশ্যক, ... এ একটি মহান ভাষা, অথবা মহান ভাষার উপকরণসমূহ এর মধ্যে আছে।"[৩৪]

ভার্সাইতে অল্পকালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো সনেট রচনা করেছেন। তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যে সনেটের জনক এবং তাঁর সনেটের সংখ্যা ১০৯।

সনেট রচনার ক্ষেত্রে পেত্রার্ক তাঁর আদর্শস্বরূপ, নিঃসন্দেহে। এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য তিনি পেত্রার্ক অনুসরণে বাংলায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা প্রবর্তন করেন। চৌদ্দটি চরণ বা পদবিশিষ্ট বলে তিনি সনেটের বাংলা নামকরণ করেছেন চতুর্দশপদী কবিতা।

সনেট সাহিত্যের এই অতিপরিচিত ফর্মটির উদ্ভব তের শতকে ইতালিতে। তের শতকের ইতালি থেকে শুরু করে য়ুরোপের নানা দেশে এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশে এসে আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে। সাত শতক ধরে বিশ্বসাহিত্যে সনেটের অব্যাহত জয়যাত্রা চলেছে এবং এই যাত্রা চলবেই।

ইতালির সিসিলিতে সনেটের প্রথম উদ্ভব ঘটে। সিসিলি থেকে তাসকানি। তাসকানির Quittone d' Arezzo (জ. ১২৩৫) থেকে দান্তে এই ফর্মটি গ্রহণ

করে রচনা করেন 'ভিটা নোভা' (১২৯৩)। 'ভিটা নোভা'র কবির সাথে বিয়াত্রিচের স্বর্গীয় প্রেমের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

দান্তে অনুসরণে পেত্রার্ক রচনা করেন সনেট। পেত্রার্কের হাতেই সনেটের ফর্মটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এ-কারণে তিনি সনেটের জনক বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। তাঁর অনুসরণে-য়ুরোপ ও বিশ্বের নানা সাহিত্যে ছয়শ বছর ধরে সনেট রচিত হয়ে আসছে-ইতালি, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, পোলিশ, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, বাংলা, ইত্যাদি। পেত্রার্কের সনেটের ফর্মঃ সব মিলে চৌদ্দটি চরণ-প্রথমে অষ্টক (Octave).. পরে ষটক (Sestet)

অষ্টকের অন্ত্যমিল হল ঃ ক খ খ ক, ক ঘ খ ক;

ষটকের অন্ত্যমিল নানাভাবে হতে পারে। যেমন,-

গ ঘ গ, ঘ গ ঘ;
গ ঘ ঘ, গ গ ঘ;
গ ঘ ঘ, গ ঘ গ;
গ ঘ ঙ, গ ঘ ঙ;
গ ঘ গ, ঘ ঘ গ;
গ ঘ ঙ, ঙ ঘ গ;

উল্লেখ্য, ইতালীয় বা পেত্রার্কের সনেটে অন্তিম শ্লোক অথবা Final Couplet থাকে, না -যেমন আছে সেক্সপীয়ারের সনেটের শেষে। সেক্সপীয়ারের সনেটের গঠন-প্রণালী ঃ তিনটি চতুষ্ক (Quartrain) এবং একটি অন্তিম শ্লোক বা final Couplet.

পেত্রার্কের সনেটে অষ্টক এ থাকে দুটি চতুষ্ক বা চৌপদিকা এবং ষটকে দুটি ত্রিপদিকা।

অষ্টকে বিষয়ের আবর্তন ও নিবর্তন ঘটে। অষ্টকে যে বক্তব্য পরিবেশিত হয়, ষটকে এর পরিপূরক রূপ অথবা বিপরীত দিক চিত্রিত করে পরিশেষে ভাব বা আবেগের উপসংহার ঘটে। পেত্রার্কের কবিতা সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকায় ডার্লিং বলেছেন ঃ

It is commonly said that the Petrarchan sonnet presents a situation, event, image, or generalization in the octave and in the sestet a reflection, result or application

—Robert M. Darling, Petrarch's Lyric Poems

অর্থাৎ অষ্টকে থাকে একটি বিষয় বা ঘটনা বা পরিস্থিতির উপস্থাপনা এবং ষটকে ঘটে এর পরিনাম বা পরিণতি। এর সাথে তুলনা করা চলে সমুদ্র কল্লোলের। তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবার প্রশমিত হয়ে যায়। প্রথমটি তুলনা করা যায় অষ্টকের সাথে, শেষেরটি ষটকের সাথে। এ-কারণে সনেটের অষ্টক ও ষটক এই গঠনরীতি সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় বলা হয়েছেঃ

"......its satisfying organization of octave and sestet has been compared to the rising and breaking of a wave."

অষ্টকে আবার থাকে দুটি চতুষ্ক। প্রথম চতুষ্কটিতে থাকে বক্তব্য ভাব বা আবেগের উদবোধন অথবা প্রস্তাবনা, পরেরটিতে থাকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা।

ষটকে থাকে দুটি ত্রিপদিকা। প্রথম ত্রিপদিকা-য় থাকে বক্তব্য ভাব বা আবেগের বিপরীত দিকের উন্মোচন, শেষেরটিতে থাকে পরিসমাপ্তি বা উপসংহার।

পেত্রার্কে ৪, ৪; ৩, ৩; –এই রীতিতে বা আঙ্গিকে সনেট গঠিত হয়েছে। আর এই বিভক্তির পর যতি বা Pause ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সনেটের অন্বয় বা Syntax.

মধুসূদন পেত্রার্ক অনুসরণে রচনা করেছেন সায়ংকালের তারা, মহাভারত, ঈশ্বরী পাটনী, শ্মশান, সংস্কৃত, রামায়ণ, কোনো এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া। এই সনেটগুলোর মিল পদ্ধতি হল ঃ

ক খ খ ক, ক খ খ ক; গ ঘ গ, ঘ গ ঘ।

সনেটে অষ্টক ও ষটক এই বিভাগ সম্পর্কে ছন্দশিল্পী মধুসূদন অতি মাত্রায় সচেতন। 'কমলে কামিনী' সনেট অষ্টক ষটক ভাগ সুস্পষ্ট –'সায়ং কালের তারা' সনেটেও।

মধুসূদন সব মিলে ১০৯ টি সনেট রচনা করেছেন· পেত্রার্ক ৩১৭টি। এর মধ্যে মাত্র ৩০টি সনেট রচনা করেছেন; সবগুলো লরার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পেত্রার্কের সনেটের মূল উপজীব্য লরার প্রতি প্রেম-প্রেমের ঘনীভূত নির্বাসের বিশ্বকোষ–an epitomized encyclopaedia of pasion.[৩২] পেত্রার্কের এই কয়টি সনেট রচিত হয়েছে ঃ–

(ক) সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে –১০, ২৭, ৩৮, ৪০, ১০৩, ১০৪, ও ১২০ ন, সনেট;

(খ) বন্ধুদের উদ্দেশ্যে –১৩৯, ১৭৯ ও ২৪৪ নং;

(গ) আভাগঁর পেপাল দরবার উদ্দেশ্য করে –১৩৬, ১৩৭ও ১৩৮ নং।

(ঘ) ব্যক্তিগত আবেগ ও ব্যর্থতার পরিচয় মেলে ১০২ ও ১৬৩ নং সনেটে।

(ঙ) ধর্মবোধের পরিচয় মেলে ৮১ নং সনেটে। সনেটটি বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

(চ) ক্রোধ নিয়ে লেখা হয়েছে ২০২ নং সনেট।

(ছ) পো নদী নিয়ে লেখা হয়েছে ১৮০ নং সনেট।

(দ্রষ্টব্য – Robert-M. Darling, Petrarch's Lyric Poems)

পো নদী নিয়ে লেখা পেত্রার্কের সনেটটির সাথে মধুসূদনের কপোতাক্ষ নদ সনেটের তুলনা করলে দুই কবির বৈশিষ্ট্য ও মনোভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পো-র ওপর পেত্রার্কের লেখা সনেটটির বাংলা স্বচ্ছন্দ তরজমা করলে এই দাঁড়ায় ঃ

পো, তোমার শক্তিময় আর ধাবমান কল্লোলে
ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পার আমার দেহের খোলস;
কিন্তু আমার অন্তর্লীন সত্তায় যা আছে লুকিয়ে
তুমি কিংবা আর কেউ পারবে না দূর করতে।
বন্দর আর দক্ষিণ ধারে না গিয়ে বাতাস
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সোনালি কেশের দিকে;[৩৩]
পাখার ঝাপটায় তার আকাংক্ষা আরো উদ্দীপ্ত হয়ে
অনায়াসে অতিক্রম করে যায় স্রোত বাতাস পাল দাঁড়।

হে গর্বিত ও উদ্ধত নদীরাজ! দিনের শুরুতে ভোরে
সূর্যের সাথে হয় তোমার সাক্ষাৎ, অথচ এই সুখ
পশ্চিমে রেখে আসে আরো সুন্দর আলো।[৩৪]

বিচরণ কর তুমি অমর নদী-দেবতাদের নিয়ে, আমি তো নশ্বর
— অথচ আমারি আরেকটি অংশ আচ্ছন্ন হয়ে প্রেমের পালাকে
উড়ে যায় তার মধুরতম আলয়ে।

পো নদীতে বিরচণকালে পেত্রার্ক এই সনেট রচনা করেন। নদীর কল্লোল তাঁকে প্রিয়তমা লরার কাছে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই কবির মনোগত আকাঙ্ক্ষা।

প্রবাসে রচিত কপোতাক্ষনদ কবিতায় মধুসূদনের নস্ট্যালজিক অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এই নদীর সূত্রে তিনি স্মৃতিচারণ করছেন নদীতীরে তাঁর সাগরদাঁড়ি গ্রামের কথা ঃ

দুগ্ধ -স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।

একটা বিষয় উল্লেখ্য, মধুসূদন রচনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন পেত্রার্ক দ্বারা। অথচ যে আবেগ থেকে পেত্রার্ক মূলত সনেট রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে-লরার প্রতি প্রেম -সে-ধরনের কোন আবেগ মধুসূদনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

মধুসূদনের সনেটের উপজীব্য হল ঃ

(ক) দেশ-বিদেশের কবি প্রসঙ্গ-ফ্রান্সিকো পেতরাকা, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, কবিগুরু দান্তে, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিবর ডিকতর উ্যগো ও বাল্মীকি।

(খ) কবিতা ও কাব্য প্রসঙ্গ-মেঘদূত, সীতাদেবী, মহাভারত, সুভদ্রা-হরণ সীতাদেবী, সীতা-বনবাসে, গদা-যুদ্ধ, গোগৃহ-রণে, কুরু-ক্ষেত্র, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, দুঃশাসন, হিড়িম্বা, পুরুরবা, শিশুপাল, রামায়ণ, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, শকুন্তলা, ঈশ্বরী পাটনী কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্ ইত্যাদি।

(গ) পৌরাণিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ-কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, দেব-দেশে, শ্রীপঞ্চমী, বিজয়া দশমী, কোজাগর, লক্ষ্মীপূজা, শ্রীমন্তের টোপর, ব্রজ-বৃত্তান্ত, পরেশনাথ গিরি, শিব-মন্দির, নন্দন-কানন, ইত্যাদি।

(ঘ) সম্মানিত ব্যক্তিত্ব-বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে (বিদ্যাসাগর), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পন্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(ঙ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য -আশ্বিন মাস, সায়ং কালের তারা, সায়ং কাল, নিশা, বটবৃক্ষ, সূর্য, উদ্যানে পুষ্করিণী, শ্যামা-পক্ষী, সাগরে তরি, তারা, বউ কথা কও, ইত্যাদি।

(চ) ব্যক্তিগত আবেগ অভিজ্ঞতা, ও আবেদন-সাংসারিক জ্ঞান, যশ, অর্থ কবি, ভূতকাল, সমাপ্তে ইত্যাদি।

পত্নী ও প্রেয়সী হেনরিয়েটাকে উদ্দেশ্য করে কবি শিরোনামহীন একটি সনেট লিখেছেন। সনেটটির সূচনা ও শেষ এরূপঃ

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে

.. ..

সতত সঙ্গিনী মোর সংসার সাগরে।

(ছ) দেশ ও ভাষা -কপোতাক্ষ নদ, আমরা, ভারত-ভূমি; ভাষা, বঙ্গভাষা, কবি-মাতৃভাষা।

মধুসূদন অন্যান্য বিষয়েও সনেট লিখেছেন–যেমন শৃঙ্গাররস অথবা বিদ্রূপ রসাত্মক। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর সনেট রচিত। অথচ পেত্রার্ক প্রেম ব্যতীত অতি সীমিত বিষয়ে সনেট রচনা করেছেন।

সাত

বলা হয়েছে, মধুসূদন সনেটে অষ্টক-ষটকের ভেদরেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন–যেমন 'বঙ্গভাষা'। তবু তিনি এই ভেদরেখা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি এই ভেদরেখা বিলুপ্ত করতে চেয়েছেন মিল্টন অনুসরণে। মিল্টন সনেটে অষ্টক-ষটকের ভেদরেখা বিলুপ্ত করেছেন গভীর স্পন্দন সৃষ্টির জন্য।

'On His Blindness' সনেটটিতে আঙ্গিকের স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন একটি গভীর স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুরের মধ্যে একটি মহিমার ভাব উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

মিল্টন সনেটের এই রূপটি পেয়েছেন পেত্রার্কের পরবর্তী ইতালীয় কবি Giovanni Della Casa (১৫০৩-৫৬ খ্রীঃ) থেকে। দেলা কেসা অষ্টক-ষটকের ভেদরেখা ঘুচিয়ে দেয়ার ফলে সমগ্র সনেটের মধ্যে একটি সাবলীল গতি এসেছে এবং দেলা কেসা অনুসরণে রচিত মিল্টনের সনেটে এই সাবলীল গতি লক্ষণীয়।

তবে মিল্টন পেত্রার্ক অনুসরণেও সনেট লিখেছেন। পেত্রার্কের সনেট রীতি–দুইটি চতুষ্ক ও দুইটি ত্রিপদিকা সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিটির পর আছে বিরতি। এই আঙ্গিক দৃঢ়পিনদ্ধ তবে পেত্রার্কীয় রীতিতে লেখা মিল্টনের সনেটগুলোতে আছে মাধুর্য ও সৌষ্ঠব।

মধুসূদন দেলা কেসার সাথে পরিচিত কি না,-এ আমাদের জানার কোন সূত্র নেই। তাঁর কোন রচনায় দেলা কেসার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, মিল্টন অনুসরণে মধুসূদন সনেটে অষ্টক-ষটকের ভেদরেখা বিলুপ্ত করেছেন। ফলে তাঁর সনেটে এসেছে প্রবহমানতা ও স্বাচ্ছন্দ্য।

আবার মিল্টনের মধ্যে আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, নানা বিষয়ে সনেট লিখেছেন ১৬৪২-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁর থেকে 'The Sonnet had been extended to embrace all the subjects of which it is capable —That is, nearly all the subjects of poetry"

—Encyclopaedia Britannica. 15th edition

মিল্টনের মতো মধুসূদনের সনেটেও বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বরং মিল্টনের চাইতে তাঁর সনেটে বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি।

বলা হয়েছে, আঙ্গিকের দিক দিয়ে মধুসূদন সেক্সপীয়ারের কাছেও ঋণী। সেক্সপীয়ার অনুসরণে তিনি সনেটে অন্তিম শ্লোক বা Final couplet ব্যবহার করেছেন। যেমন, বঙ্গভাষা, জয়দেব, কাশীরাম দাস।

সুতরাং মধুসূদন সনেটের ক্ষেত্রে আঙ্গিক ও উপজীব্যের দিক দিয়ে পেত্রার্ককে অতিক্রম করে এসেছেন–যদিও সনেট, রচনায় পেত্রার্ক তাঁর মূল প্রেরণা।

আট

পেত্রার্ক চৌদ্দ শতকের ইতালীয় কবি আর মধুসূদন উনিশ শতকের বাঙালী কবি। দু'জনে ক্লাসিকস্-এ দীক্ষা লাভ করে গ্রীকো রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। ফলে উভয়ে হয়ে উঠেছেন নবজাগরণের হোতা–পেত্রার্ক এনেছেন চৌদ্দ শতকের য়ুরোপে রেনেসাঁস এবং মধুসূদন বাংলাদেশে উনিশ শতকের। উভয়ে ঐহিক জীবনে মুক্তি চেয়েছেন–পারলৌকিক সদগতির আকাঙক্ষা বড় একটা করেননি। তাই তাঁদের মধ্যে নশ্বর জীবনের প্রতি ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের প্রতি-ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা ও মহিমাবোধ লক্ষণীয়। দু'জনের নিকট প্রাতিস্বিক মানুষ পেয়েছে বিশেষ মর্যদা –যার ফলে সূচিত হয়েছে মানববাদ। উভয়ে মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্রমূলে স্থাপন করেছেন।

মানুষ–ব্যক্তিমানুষ নিজেকে ব্যক্ত বিকশিত করবে এবং সমগ্র জগতে আধিপত্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই প্রয়াস পেত্রার্ক ও মধুসূদন উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দু'জনে উচ্চাকাঙক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। কেননা, এ হচ্ছে রেনেসাঁসের মৌল বৈশিষ্ট্য।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে অন্বিত খ্যাতি যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পেত্রার্কের জীবনে সব চাইতে বড় আকাঙক্ষা হল লরেল লাভ। আর ১৪৪১ খ্রীস্টাব্দে রোমে আনুষ্ঠানিকভাবে লরেল লাভ, তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা বলে ভেবেছেন। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন প্রথাটি অনুসরণ করে নেপলসের রাজা রবার্ট তাঁকে পোয়েট লরিয়েট সম্মানে ভূষিত করে লরেল দেন। আধুনিক য়ুরোপে এই প্রথম।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্মানদানের এই রীতিটি চৌদ্দ শতকে য়ুরোপে পুনরুজ্জীবিত হলেও উনিশ শতকে বাংলাদেশে এ অভাবনীয় অচিন্তনীয়। কেননা যে চেতনা বা উপলব্ধি থেকে এই সম্মান দানের রেওয়াজ য়ুরোপে প্রায় হাজার বছর পর পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই চেতনা বা উপলব্ধির বিকাশ হতে বাংলাদেশে লাগে আরো অনেক অনেক বছর। তবু বিদেশী রাজশক্তি বা দেশী কোন রাজা যদি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিকে সম্মানিত করতেন তবে তা নিশ্চয় মধুসূদনের জন্য হত পরম গৌরবের।

খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভের বাসনায় মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে বিলাতে পাড়ি জমালেন ব্যারিষ্টার হবার জন্যে –ব্যারিষ্টার হয়ে তিনি কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করবেন, এই তাঁর প্রত্যাশা। জীবনটা ভোগ-বিলাসে কাটাবেন। ঐহিক জীবনে সফলতা অর্জন –এতো নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ। তাই বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পন্ডিত হয়ে প্রেস করেছেন, পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, অর্থ উপার্জনের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন।

অর্থ ব্যতীত ঐহিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নয়। মধুসূদন বন্ধুকে বলেছেন, বছরে চল্লিশ হাজার টাকা না হলে ভদ্রলোকের চলে না। বই লিখে টাকা হয় না, তাই ব্যারিস্টার হতে হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি পেত্রার্কের মতো প্রিন্স ডিউকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি। পঞ্চকোটের রাজদরবারে এসেই তিনি দারুণ হতাশায় নিক্ষিপ্ত হলেন।৩৫ তারপরেই তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম ট্রাজেডি।

পেত্রার্ক ও মধুসূদন উভয় সুপন্ডিত। পেত্রার্ক সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় বলা হয়েছে 'greatest scholar of his age' তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত। মধুসূদন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

তবে য়ুরোপে পান্ডিত্যে পেত্রার্ককে কেউ কেউ অনেক ছাড়িয়ে গেছেন কিন্তু বাংলাদেশে উত্তরসূরীদের মধ্যে কেউ কি মধুসূদনকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন? মধুসূদনের পর তাঁর মতো গ্রীকো-রোমান জগতের সাথে কি কেউ পরিচিত? প্রশ্নটি গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন।

গ্রীক-লাটিন ক্লাসিকাল সংস্কৃতি উভয়ের মানসিক ঋদ্ধি ঘটালেও পেত্রার্কের ওপর মধুসূদনের শ্রেষ্ঠতা এখানে যে, পেত্রার্ক গ্রীক ভাষা শেখার কোন সুযোগ লাভ করেন নি, অথচ মধুসূদন ছেলেবেলা থেকে গ্রীক ভাষার সাথে পরিচিত। মধুসূদন মূল হোমার আত্মস্থ করেছেন, আর পেত্রার্ক হোমারের অনূদিত মহাকাব্য বগলে রেখে একরূপ মানসিক উল্লাসবোধ করেছেন :

".......he (পেত্রার্ক) never learned to read greek though he carried a copy of Homer about with him as a medieval man would have carried a saint's relic-"

—Frederick B. Artz. Renaissance Humanism, p17

হোমার অনুসরণ করে মধুসূদন এক অমর মহাকাব্য রচনা করেছেন। অথচ ভার্জিল অনুকরণে মহাকাব্য লিখতে গিয়ে পেত্রার্ক চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

কেননা তিনি ভার্জিল হুবহু অনুসরণ করতে চেয়েছেন। অথচ মধুসূদনের সফলতার মূল হেতু এই যে, তিনি হোমারকে স্বীকরণ করেছেন। ফলে মেঘনাদবধ কাব্য হয়েছে সার্থক সৃষ্টি।

য়ুরোপে রেনেসাঁসের কালে মহাকবিরূপে পেত্রার্ক কোন অবদান রাখতে পারেননি, অথচ ত্যাসো (১৫৪৪-৯৫) ইতালিতে 'জেরুজালেম উদ্ধার' (১৫৭৫) এবং ক্যামোনস্ (১৫২৪ -৭৯) স্পেনিসে লুসিডাস (১৫৭২)[৩৬] এবং মিল্টন (১৬০৮-৭৪)' স্বর্গভ্রষ্ট' (১৬৬৭) মহাকাব্য লিখে অমর হয়ে আছেন।[৩৭] বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) এক অনবদ্য সৃষ্টি'। তবে এ-কাব্যে মিল্টনের প্রভাব লক্ষণীয়।[৩৮] এবং মধুসূদন থেকে বাংলা মহাকাব্যের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ পেত্রার্ক ইতালি বা য়ুরোপীয় সাহিত্যে মহাকাব্যের ধারা সঞ্চার করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে মধুসূদন ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী।

তবে পেত্রার্ক তাঁর কবিতায়-গীত ও সনেটে -প্রেমের যে মোহময় ভুবন রচনা করেছেন তা অপূর্ব, অনবদ্য। ছয়শ বছর ধরে তাঁর প্রেম-সংগীত য়ুরোপে ও সারা বিশ্বে এক অনন্ত প্রেরণা হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রেম-সংগীত যে অনির্বচনীয় মাধুর্য সঞ্চার ও অসীম কল্পনার বিস্তার করে, এ প্রায় তুলনারহিত।

কিন্তু আফসোস, মধুসূদনের চতুর্দশ পদাবলীর মধ্যে এরূপ কোন সূক্ষ্ম আবেগের বা আবেশের অথবা সমুচ্চ কল্পনার কোন পরিচয় মেলে না। তবে চৌদ্দ শতকরে পেত্রার্ক সর্বতোভাবে ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তাই সেন্ট অগ্যস্টিন তাঁর কাছে প্লেটোর সমমর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে জীবননিষ্ঠ মধুসূদন মর্তমানবের কল্যাণকামনায় অধ্যাত্মবোধকে পরিপূর্ণ রূপে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি মানুষকে-রক্তমাংসের শরীরী মানুষকে স্বকীয় মূলে মর্যাদাবান করে তুলতে চেয়েছেন। মানব প্রত্যয়ে মধুসূদন প্রোজ্জ্বল।

তাঁর এই সুগভীর মানবপ্রত্যয়ের অনটন কিছুটা পেত্রার্কে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মানববাদীরূপে মধুসূদন পেত্রার্কের চাইতে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

তথ্যপঞ্জী

১. পেত্রার্ককে আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য-Levi Oscar Kuhns, The great Poets of Italy, P. 120

২. ইতালির ফ্লোরেন্স নগর-রাষ্ট্রে দান্তের যখন মাত্র নয় বছর বয়স সে-সময় তাঁর জীবনের সব চাইতে রোমান্টিক ঘটনাটি ঘটে আর তা হচ্ছে বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেম। বিয়াত্রিচ তখন সবে মাত্র নয় বছরে পা দিয়েছে। এই ঘটনার আরো নয়

বছর পর এই আশ্চর্য রমনীর কাছ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ পেয়ে তরুণ কবি যেন মাতাল হয়ে যান।

এ-কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তিনি বিয়াত্রিচকে জীবনে দেখেছেন মাত্র দু-বার এবং এও সন্দেহজনক, বিয়াত্রিচ তাঁর আবেগ সম্পর্কে সচেতন হবার আদৌ কোন অবকাশ পেয়েছেন কি না। কেননা বিয়াত্রিচের বিয়ে হয় সাইমন নামে এক ভদ্রলোকের সাথে এবং বিয়াত্রিচ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণ করেন (১২৯০)।

বিয়াত্রিচের প্রতি কবির প্রবল আবেগ থেকে রচিত হয়েছে Vita Nuova বা নবজীবন (১২৮৬-৯১)।

৩. লরা নিছক কবির কল্পনা অথবা রক্ত-মাংসের মানবী অর্থাৎ তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি নেই, এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবধি নেই। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ত-মাংসের মানবী বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। লরা দা নোভিস -এর কন্যা এবং উ্যগোর পত্নী।

পেত্রার্কের একটি নোটে আছে–

Laura, illustrious through her own virtues, and long famed rough my verses, first appeared to my eyes in my youth, in the year of our lord 1327, on the sixth day of April, in the church of St. Clare in Avignon, at Matius; and in the same city, also on the sixth day of April, at the same first hour, but in the year 1348, the light of her life was withdrawn from the light of day, while I, as it chanced, was in verona, unaware of my fate.

দ্রষ্টব্য E. H. Wilkins, Life of Petrarch, P. 77

পেত্রার্কের এই নোট থেকে সুস্পষ্ট যে, লরার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ১৩২৭ খ্রীস্টাব্দে এবং লরার মৃত্যু ঘটে ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে।

8. অধ্যাপক পদলাভ–মধুসূদনের এক পত্রে শুধু জানা যায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে পদটি অবৈতনিক বলে দরিদ্র মধুসূদনের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পেত্রার্কও ফ্লোরেন্স একাডেমীতে চেয়ার প্রত্যাখ্যান করেন।

৫. লরেল লাভ–গ্রীসদেশে ক্রীড়াবিদ সাহিত্যিক বা কোন বিজয়ীকে লরেল বা জলপাই গাছের ডাল পাতা দিয়ে জাতীয়ভাবে সম্মানিত করার রেওয়াজ প্রচলিত হয়। গ্রীসের পর রোমেও এই প্রথম প্রচলিত থাকে। য়ুরোপে অন্ধকার যুগে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

রেনেসাঁসের সময়ে চৌদ্দ শতকের এই প্রথা পুনরুজ্জীবিত হয়। পেত্রার্ক প্রথম এই পুরস্কার পেলেন। এই লরেল শুধু তাঁর জন্যে নয়, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

৬. সিসেরো (১০৬–৪৩ খ্রীঃ পূঃ)–এই রোমান প্রতিভা আইন, অলঙ্কারশাস্ত্র ও দর্শনে সুপন্ডিত। পত্রলেখকরূপে তিনি চরম সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পত্রাবলী শিল্পগুণে ঋদ্ধ এবং জীবনী ও ইতিহাসের উপাদান রূপে মূল্যবান। এই সকল পত্র পেত্রার্ককে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং তাঁকে তিনি রেনেসাঁসের মানবতার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন।

৭. Frederick B Artz 'Renaissance Humanism'-এ বলেছেন ঃ

Classical culture was to Petrarch the model by which to judge all civilizations. Only under the leadership of classical minded scholars and poets could humainty be led away from the arid scholastic rationalizing and the cultural degradation int which it had sunk ever since the Barbarian Migrations.

পেত্রার্কের উপলদ্ধি এইঃ অন্ধকার যুগের শুষ্ক পান্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিধর্মিতা ও সাংস্কৃতিক অধোগতি থেকে কেবল ক্লাসিকাল সংস্কৃতিই উদ্ধার ঘটাতে পারে।

৮. সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪ –৪৩০ খ্রীঃ)–খ্রীস্টান ধর্মপ্রবক্তা, দার্শনিক, লেখক, তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Confessions সম্পর্কে W. R. Benet-এর মন্তব্যঃ the first completely honest self-analysis in the history of literature.

'The City of God' গ্রন্থে তিনি খ্রীস্টধর্মের বাণী ও আদর্শ তুলে ধরেছেন।

পেত্রার্ক সেন্ট অগাস্টিন থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁকে শিক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। (দ্রষ্টব্য, Gilbert Highet. The Classical Tradition. P. 85)

৯. হোরেস (৫৫–৮ খ্রী পূঃ)–লাটিন গীতি কবি। তাঁর কবিতায় আছে বিদ্রূপ, হাস্যরস ও কৌতুক। তিনি কাব্যতত্ত্বও নির্ণয় করেছেন The Art of Poetry গ্রন্থে। পত্র রচনাতেও তিনি পারঙ্গম।

১০. ওভিদ (৪৩ খ্রীঃ পূ: –১৭ খ্রীঃ) –মধ্য ইতালিতে তাঁর জন্ম। তিনি লিখেছেন প্রেম বিষয়ক কাব্য Amores. প্রেমতত্ত্ব নিয়ে নিয়েছেন The Art of love. Remedies of love.

তাঁর Heroines বা Heroides এবং Double Epistles -এর সাথে মধুসূদন-পাঠক মাত্রেই পরিচিত।

১১. ওভিদ মধুসূদনের প্রিয় কবি। কেননা মধুসূদন ওভিদের অনুসরণে শুধু পত্রকাব্য রচনা করেননি, প্রেমের ক্ষেত্রেও ওভিদকে অনুসরণ করেছেন। প্রেমের ভিত্তি যে মূলতঃ দেহ এবং দেহের মধ্যে প্রেমের অধিষ্ঠান, মধুসূদন ওভিদের নিকট এই দেহগত প্রেমের আদর্শ লাভ করেছেন এবং তাঁর কাব্যে মূলত এই দেহগত প্রেমের বিকাশ ঘটেছে।

১২. প্লুটাস (২৫৪–১৮৪ খ্রীঃ পূঃ) –রোমে নাট্যশালার সাথে জড়িত। অনেক নাটক লিখেছেন –গ্রীক নাট্যকার সিনালদার-এর ধরনে লিখেছেন নিউ কমেডি। শ্রোতাদের আনন্দ দেয়ার অভিপ্রায়ে তিনি মূলত কমেডি লিখেছেন। তাঁর বিশটি কমেডির সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৩. টেরেন্স (১৮৫–১৬৯ খ্রী পূঃ)–ক্রীতদাসরূপে রোমে তাঁকে আনা হয়, পরে মুক্তি দেওয়া হয়। গ্রীক নাট্যকার সিনালদার-এর ধরনে তিনি ছয়টি কমেডি লিখেছেন। তাঁর মধ্যে হাস্যরসের অনটন আছে, তবে তাঁর নাটকের গাঁথুনি বা বিন্যাস প্রশংসনীয়।

১৪. সেনেকা (৩–৬৫ খ্রী)–লাটিনে তিনিই প্রথম পঞ্চমাঙ্ক নাটকের প্রবর্তন করেন এবং নাটকের এই আঙ্গিক অল্প বিস্তর পরিবর্তন সত্ত্বে আজও প্রচলিত আছে।

তাঁর মাত্র নয়টি ট্র্যাজেডি পাওয়া গেছে। তাঁর প্রভাব য়ুরোপে সকল সাহিত্যে, বিশেষতঃ সেক্সপীয়ারে লক্ষ্য করা যায়। সেক্সপীয়ারের নাটকে পঞ্চমাঙ্ক, প্রলোগ, কোরাস, ভূত-প্রেত বার্তাবহ, দীর্ঘ স্বগতোক্তি, যাদু, বীভৎস রস, প্রতিশোধ, নৈরাশ্যবাদ, এ সকলের মধ্যে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট।

১৫. সিজার (১০০–৪৪ খ্রীঃ পূঃ) –রোমান সাম্রাজ্যে জুলিয়াস সিজার শুধু রাষ্ট্র নেতা বা জেনারেল নন, তিনি একজন ঐতিহাসিক নাট্যকার কবি ও পত্রলেখক।

তাঁর ঐতিহাসিক রচনা–Commentaries on the Gallic War এবং Commentaries on the Civil War.

১৬. কীটস্ রচিত On First Looking into Chapman's Homer.

১৭. বোক্কাসিও (১৩১৩ –১৩৭৫) –য়ুরোপে নবজাগরণে পেত্রার্কের অন্যতম সহযোগী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বোক্কাসিওকে বলা যায়, গল্পের যাদুকর। তাঁর 'ডেকামেরন' শত গল্পের সংকলন (১৩৪৮–৫৩)–এক অনবদ্য সৃষ্টি।

১৮. উইয়াট (১৫০৩–৪২) –স্যার টমাস্ উইয়াট ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে ইতালি যান এর ইংরেজী সাহিত্যে সর্বপ্রথম পেত্রার্কের সনেট অনুবাদ করেন। পেত্রার্ককে ইংরেজী কাব্যে পরিচিত করে তোলার কৃতিত্ব মূলতঃ তাঁর।

১৯. হেনরি হাওয়ার্ড–উইয়াট এর বন্ধু ও শিষ্য। তিনি ইতালি কাব্যে অবগাহন করে সনেটকে ইংরেজী সাহিত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। তবে তিনি পেত্রার্কের সনেটের ফর্মের কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাঁর পরে সেক্সপীয়ার সনেটের রীতিতে আরও পরিবর্তন করেন।

২০. স্পেনসার (১৫৫২–৯৯) –'ফেয়ারী কুইন' কাব্য রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তবে ইংরেজী সনেটের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর সনেট ইংরেজী সাহিত্যে Spencerian Soneet নামে বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর সনেটগুচ্ছের নাম এ্যামোরেটি বা প্রেমগাথা (১৫৯৫)-৮৮টি সনেটের সংকলন। এগুলো প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রচিত। এই প্রেমিকার সাথে কবি বিবাহবন্ধনে জড়িত হন ১৫৯৪-এ।

২১. রনসাঁদ (১৫২৪–৮৫ খ্রী)–ফরাসী এই কবি 'Prince of poets বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। পেত্রার্ক অনুসরণে তিনি প্রেম-গীতি রচনা করেছেন (১৫০০–৬০)। 'ক্যামান্ত্রার প্রেম' এবং 'মেরীর প্রেম' কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষ ঘটেছে।

২২. দ্য বেলি (১৫২৫–৬০)। ফরাসী সাহিত্যে তিনি প্রথম লেখেন The first sonnet-sequence বা সনেট গুচ্ছ। মূলত: পেত্রার্ক অনুসরণে রচিত হয় The Olive (১৫০০)। এর মধ্যে প্লেটোনিক ভাবের পরিচয় মেলে।

২৩. ডিরোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রী:) –দার্শনিক ও কবি। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাধারায় ছাত্ররা অনুপ্রাণিত এবং তাদের মধ্যে নাস্তিক্যভাব সঞ্চারিত হয়। বস্তুত: ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে তাঁর নাস্তিক্যবাদ বিশেষ প্রভাব সঞ্চার করে। ছাত্রদের এ-ভাবে বিপথগামী (?) করার অজুহাতে তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করা হয়।

অল্প বয়সে এই মুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষক ও দার্শনিকের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তিনি এক প্রবল শক্তি ও প্রেরণা হয়ে বেঁচে আছেন। বস্তুত: বাংলার নবজাগরণে তিনি এক সঞ্জীবনী শক্তি।

২৪. রিচার্ডসন–ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। রিচার্ডসনের ইংরেজী সাহিত্যে বুৎপত্তি এবং গভীর কাব্যপ্রীতি সুবিদিত। তিনি সেক্সপীয়ারের অত্যন্ত অনুরাগী। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' আছে:

"আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব ইংরেজী সাহিত্য শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপীয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপিয়ার আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতেন।"

২৫. সেন্ট অগাস্টিনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব–পেত্রার্ক প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে সিসেরোর পরেই সেন্ট অগাস্টিনকে প্রাধান্য দিয়েছেন:

"......he (পেত্রার্ক) admired St. Augustine, whom he quotes many hundreds of times, and whom he introduced as his teacher and confessor in his secret'

—Gilvert Highet, The Classical Tradition, P 85

২৬. প্রোটাগোরাস (৪৮০–১০ খ্রী: পৃ:)– এথেন্সের এই দার্শনিক নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শনের জন্য অভিযুক্ত হন। তাঁর একটি গ্রন্থে আছে," দেব-দেবী আছে কি নেই, এ-সম্পর্কে আমি কিছু বলতে অসমর্থ।" গ্রন্থটি এথেন্সের উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

প্রাণভয়ে তিনি এথেন্স থেকে পালিয়ে যান এবং পথিমধ্যে জাহাজ-ডুবিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তাঁর বিখ্যাত উক্তি Man is the measure of everything.

অর্থাৎ ব্যক্তির স্বকীয় সত্তাই সবকিছুর মানদন্ড, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের কালে ব্যক্তিকে প্রাতিস্বিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধুসূদন ব্যক্তির প্রাতিস্বিক মূল্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন।

২৭. The Anglo-Saxon And the Hindu বক্তৃতাটি মধুসূদন দেন মাদ্রাজের একটি গীর্জায় এবং এটি পুস্তিকাকারে ছাপা হয় (১৮৫৪ খ্রী:)। মধুসূদনের মানস অনুধাবনের জন্য এই বক্তৃতাটি অত্যন্ত মূল্যবান। বক্তৃতাটিতে তাঁর পান্ডিত্য, মনীষা ও ইতিহাস জ্ঞানের সুগভীর পরিচয় মেলে।

২৮. হোমার–এ শতকের ইংরেজ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য : With Homer our tradition started.

–দ্রষ্টব্য, Selected Essays

২৯. য়ুরিপিদেস (৪৮৫/৪৮০–৪০৬ খ্রী: পৃ:?) খ্রী: পৃ: পঞ্চম শতকের গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। ঈস্কিলাস সোফোক্লিসের সাথে তাঁর নামও সমস্বরে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এঁরা প্রত্যেকে প্রায় শতের মতো নাটক লিখেছেন।

য়ুরিপিদেস ইফিগিনিয়ার কাহিনী নিয়ে দুটি নাটক রচনা করেছেন– একটি ডারুই-তে ইফিগিনিয়া (৪১৩ খ্রী: পৃ: ২), অপরটি অলিসে ইফিগিনিয়া (৪০৭ খ্রী: পৃ: ?)। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে শেষেরটির ছায়াপাত ঘটেছে। তিনি প্রোটাগোরাসের সফিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হয়েছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দেবনিন্দার অভিযোগ আনা হয় এবং শেষ জীবনে তাঁকে এথেন্স ছেড়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে হয়। অবাক ব্যাপার তিনি এথেন্স ছেড়ে যাবার সময় নগরী উৎসব মুখর হয়ে ওঠে।

অথচ মহাকালের দরবারে তিনি পেয়েছেন অমর আসন। মহাকাল সংরক্ষণ করেছে ঈস্কিলাসের ৭টি, সোফোক্লিসের ৭টি, কিন্তু তাঁর ১৮টি নাটক। এরিস্টটল থেকে শুরু করে মিল্টন শেলী গ্যেটে প্রমুখ তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।

৩০. উক্তিটি এই –Qui novus hie nostris successit Sedibus hospes!

বাংলা তরজমা, –এ কোন ভিনদেশী এসেছে আমাদের আলয়ে।

ট্রয় যুদ্ধ প্রত্যাগত ইনিসকে দেখে কার্থেজের রাণী দিদো পরম বিস্ময়সহকারে এই উক্তি করেছে।

৩১. লুক্রেসিয়াস (৯৯ বা ৯৫–৫৫ বা ৫১ খ্রী: পৃ:)–রোমান কবি ও দার্শনিক। তিনি ইপিকিউরিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী।

তিনি সিসেরো-র অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্যর্থ প্রেমে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলে সিসেরো তাঁর কবিতা সংশোধন করে দেন। শেষ অবধি এই ব্যর্থ প্রণয়ী মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা প্রশমিত করেন।

পরবর্তীকালে রুশো, ভলতেয়ার-এর ওপর তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩২. ত্যাসো (১৫৪৪–৯৫ খ্রী:)–ইতালির রেনেসাঁসের আমলের এই কবি এক বহুমুখী প্রতিভা। তিনি গীতিকবি, মহাকবি ও নাট্যকার। তবে মহাকবি রূপে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত।

'জেরুজালেম উদ্ধার' মহাকাব্যটি রচনা করে তিনি বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন। তবে এই কাব্যটি রচনা করে তাঁকে গভীর দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে কাব্যটি শেষ করার পর সমালোচকদের কুঠারাঘাতে তিনি মানসিকভাবে একেবারে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়নে। তারপর স্থান থেকে স্থানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে একেবারে উন্মাদ হয়ে যান। সাত বছর সান্তা আনা হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তাঁর জীবনের আরো ট্র্যাজেডি এই যে, লরেল-লাভের মাত্র কয়েক দিন আগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বেঁচে থেকে এই সম্মানটুকুও লাভ করে যেতে পারেননি।

৩৩. ইংরেজীতে সাহিত্যচর্চা করে মধুসূদন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন, এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। Captive Ladie প্রকাশিত হলে তিনি বন্ধু গৌরদাসের মাধ্যমে বাংলার এডুকেশন কাউন্সিল এর সভাপতি জে.ই. ড্রি. বেথুনকে এক কপি বই পাঠালেন।

বেথুন সাহেবের দৃঢ় অভিমত এইঃ কোন বাংলাভাষীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা না করে মাতৃভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করা আবশ্যক–তবেই মাতৃভাষা ও স্বদেশের উন্নতি সাধিত হবে। Captive Ladie পাঠ করে তিনি মধুসূদন সম্পর্কে গৌরদাসকে জানালেন:

But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and tatents, which he had cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

এ-কথা জেলে মধুসূদনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন।

৩৪. "I have been lately reading Petrarca, the Italian poet and scribbing some 'Sonnets' after his manner. .... I dare say the sonnet চতুর্দশপদী' Will do wonderfully in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days... Believe me, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; .....It is, or rather, it has the elements of a great language in it."

৩৫. পঞ্চকোটের রাজদরবারে –মধুসূদন পাওনাদারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা ছাড়লেন এবং পঞ্চকোট দেশীয় রাজার অধীনে আইন উপদেষ্টার চাকরী নিলেন–১৮৭২-এর গোড়ার দিকে। রাজ সভায় চাকরি নেয়ার পেছনে তাঁর আরও মনস্তত্ব কাজ করেছে এবং তা এই যে, রাজ পরিষদ হয়ে তিনি ভাইমারে গ্যোটর মতোই মর্যাদায় আসীন হবেন।

কিন্তু পঞ্চকোটে এসে তিনি দারুণ হতাশাগ্রস্ত হলেন। "রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে, তিনি এই কার্য্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

–যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (৩য় সং) পৃ: ৬০৪

৩৬. ক্যামোনস্-এর লুসিডাস–পর্তুগালের ভাস্কো-দা-গামার ভারত আগমন উপজীব্য করে এই মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে (১৫৭২)। লুসিডাস পর্তুগীজ ও বিশ্বসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত ট্র্যাজিক। মূরদের সাথে যুদ্ধ করে' তিনি একটি চোখ হারান, ভারতবর্ষ থেকে (১৫৫৩–৬৯ খ্রী:) প্রচুর অর্থ আয় করেন এবং সব অর্থ খুইয়ে ফেলেন। কবিতা লিখে কোন খ্যাতি পান নি এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

৩৭. মিল্টনের স্বর্গভ্রষ্ট (১৬৬৭)-হোমার ভার্জিল বাল্মীকি ব্যাসদেব মহাকাব্যের কাহিনী নিয়েছেন পুরাণ থেকে, কিন্তু মিল্টন বাইবেল থেকে। বার খন্ডে রচিত এই বিশাল মহাকাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইঃ

শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিন্তু পরাজিত হয়। তখন শয়তান তার অনুচরদের প্রথম মানব আদম ও প্রথম মানবী ইভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে।

আদম ও ইভ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই তারা ঈশ্বরের অকৃপণ আশীর্বাদ লাভ করেছিল।

শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করার অভিপ্রায়ে স্বর্গ-উদ্যান ইডেনে এল। শয়তান জানে, ঈশ্বর তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেল। ফলে স্বর্গ থেকে মানুষের হল পতন।

কিন্তু এই পতন সাময়িক। প্রেমাবতার যিশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয় হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনার কথা ঈশ্বর আভাস দিলেন।

বিপুল বিশ্বের পটভূমিতে রচিত এই মহাকাব্যে উদাত্ত ভাষার ঝঙ্কার ধ্বনিত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হবার ফলে কাব্যটিতে প্রবহমানতা ও গম্ভীর মহিমা দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মিল্টন শয়তান চরিত্রকে মানবীকরণ করতে চেয়েছেন। মানুষের হৃদয়ের তাপ আবেগে শয়তান উচ্ছল ও বিদ্রোহী। মিল্টন সম্পর্কে মধুসূদনের অভিমত : He is satan Himself.

৩৮. মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম এবং একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। এই কাব্যে মিল্টনের প্রভাব লক্ষণীয়। প্যারাডাইস লস্টের ছন্দ Blank Verse অনুসরণ করে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, রাবণ চরিত্র পরিকল্পনায়ও মিল্টনের শয়তান চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। শয়তানের মতোই রাবণ মহাবিদ্রোহী।

গ্রন্থপঞ্জী

অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদিত)	মধুসূদন রচনাবলী	হরফ প্রকাশনী কলকাতা	১৯৭৩
ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত)	মধুসূদন গ্রন্থাবলী (একাদশ মুদ্রণ)	সাহিত্য সংসদ কলকাতা	১৯৯০
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (সম্পাদিত)	মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব	পুথিপত্র কলকাতা	১৯৮৬
মোবাশ্বের আলী	মধুসূদন ও নবজাগৃতি (৪র্থ সংস্করণ)	মুক্তধারা ঢাকা	১৯৮৭
"	গ্রীক ট্র্যাজেডি	শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
শিবনারায়ণ রায়	রেনেসাঁস (৩য়সংস্করণ)	শিল্পতরু প্রকাশনী ঢাকা	১৯৯২

ইংরেজী:

Buckner B Trawick	World literature (Vol I & II	Barnes & Noble, Inc New York	1955
E.A.J. Honingmann (Ed)	Milton's Sonnets	Macmillan London	1966
Fleteher, J.B.	Literature of the Italian Renaissance	Macmillan New York	1934
Frederick, B Artz	Renaissance Humanism (1300-1550)	The Kent state University press	1966
Gilbert Highet	The Classical Tradition	Oxford University Press	1967
Gilbert Murray	A History of Ancient Greek Literature	William Heineman London	1902
Marcus Southwell Dismdale	A History of Latin Litarature	Free Port New York	1971
Nirad C Chandhari	Thy Hand, Great Anarch	Chatto & Windus London	1987
Northup, G.T.	An Introduction to Spanish Litarature	University of Chicago Press	1925
Robert M. Durling	Petrarch's Lyric Poems	Harvard University Press	1976

Stoll, E.E.	Art and Artifice in Shakespeare	University Paper backs Methuen London	1965
Shobhan Sarkar	Notes on the Bangal Renaissance	Papyrus Calcutta	1979
Symonds, John Addington	Renaissance in Italy (Vols. I-IV)	H. Holt & Co. New York	1888
Thompson, Stith, and John Gassner	Our Heritage of World Literature	Dryden Press New York	1942
Wright, Charles H. C.	A History of French Literature	Oxford University Press	1925